যুগান্তর

তারিখ 17 OCT 2017
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি থামেনি

▶▶ এম এস আই খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় একটি আসনের বিপরীতে তাই অসংখ্য মেধাবীর লড়াই চলে। মেধার পরীক্ষায় আনেকেই না পেরে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থী আটক হওয়ার খবর পাওয়া যায়। তবে বরাবরের মতই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় মূলহোতারা।

প্রক্সি পরীক্ষা

চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর খ ইউনিটের পরীক্ষা চলাকালে দু'জনকে এবং পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের রাতে জালিয়াতির সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়। ঢাবির ব্যবসা শিক্ষা অনুষদের ৬০৫৪ নম্বর কক্ষ থেকে ভর্তি-ইচ্ছুক তানসেনের হয়ে প্রক্সি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন ঢাবি শিক্ষার্থী শাহজাহান। শাহজাহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ও সূর্যসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে। তানসেন ঢাকা কলেজ থেকে সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থী। সাড়ে তিন লাখ টাকার বিনিময়ে তার প্রক্সি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন শাহজাহান মিয়া।

অন্যদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও অন্যের হয়ে ভর্তি পরীক্ষা (প্রক্সি) দেয়ার অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ১৫ অক্টোবর, রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিটের ১ম শিফটের পরীক্ষা চলাকালে আটককৃত শিক্ষার্থীর নাম রাকিবুল হাসান। তিনি ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী এবং বিজয় ৭১ হলের আবাসিক ছাত্র। জয়নাল আবেদীন (রোল নং ২১৫৪১৯) নামের এক শিক্ষার্থীর হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়াকালে তাকে আটক করা হয়। রাকিবুলের সঙ্গে আরও তিনজন জড়িত থাকলেও বাকিদের আটক করতে পারেনি প্রশাসন।

মাস্টার কার্ড জালিয়াতি

চলতি বছর ১৩ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে জালিয়াতির অভিযোগে মোট ১২ পরীক্ষার্থীকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— আরিফা বিল্লাহ তামান্না, নাহিদ হাসান কাওসার, তানভীর হোসাইন, রফিকুল ইসলাম, এসএম জাকির হোসাইন, আবু হানিফ নোমান, খন্দকার মিরাজুল ইসলাম, আল ইমরান, নূরে আলম আরিফ, সৌমিকা প্রতিচী সাত্তার, শাহ পরান ও আবুল বাশার। কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ও ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বহন করা নিষিদ্ধ সত্ত্বেও তা নিয়ে প্রবেশ করেছিল। অনেকে যোগাযোগ সক্ষম ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করেছে। যা দেখতে অনেকটা মাস্টার কার্ডের মতো। মাস্টার কার্ডের আদলে এসব কার্ডে সিম লাগানো থাকে এবং পরীক্ষার্থীরা কানের ভেতরে ক্ষুদ্র বল ঢুকিয়ে রেখেছিল। যার সাহায্যে কথা বলা যায়। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করেও সব সময় জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না।

পরীক্ষার কিছু আগে প্রশ্ন ফাঁস

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জালিয়াতির অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসসহ মোট ২৭টি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ অক্টোবর বিকাল ৩টায় পরীক্ষা শুরু হলেও দুপুর আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁঠালতলায় আয়শা আক্তার সোহাকে মোবাইল ফোনে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র পড়তে দেখা যায়। তার ফেসবুক মেসেঞ্জারে ১টা ১৬ মিনিটে উত্তরপত্র আসার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তাদের কাছে পাওয়া প্রশ্নপত্র হুবহু মিলে যায়। পরে তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে আটক করা হয়। একই ঘটনায় অন্য শিক্ষার্থীদেরও আটক করা হয়।

২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ১৩ জনকে দুই বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। ২০১৬ সালের ২৮ অক্টোবর ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরুর আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে 'ঘ' ইউনিটের প্রশ্নপত্র চলে যায়। তবে জালিয়াতির বিভিন্ন অভিযোগে মাত্র ০৮ জনকে আটক হয়েছিল। পরীক্ষা শুরুর আগেই অনেক শিক্ষার্থীর মোবাইলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রশ্ন পৌঁছে যায়। এতে করে পরীক্ষা শুরুর আগেই তারা সঠিক উত্তরটি দেখে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন। ফলে ডিজিটাল ডিভাইস জালিয়াতি না করেও নির্বিঘ্নে জালিয়াতির সুযোগ পায় অসদুপায় অবলম্বনকারীরা। ৩ লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত চুক্তিতে জালিয়াত চক্র তাদের হাতে প্রশ্ন তুলে দেয়। তখন শিক্ষার্থীরা আটক হলেও প্রশ্ন ফাঁস চক্রের মূলহোতারা থেকে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

২০১৫ সালের ১৭ অক্টোবর ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে মোট ৫৬টি কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের 'গ' ইউনিটের অধীনে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় দু'জনকে আটক করা হয়।

২০১৫ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ক ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির চেষ্টাকালে পরীক্ষার আগের রাতে ১২ জনকে আটক করা হয়। আটককৃতদের দেয়া তথ্যেরভিত্তিতে গভীর রাতে রাজধানীর ফার্মগেট, নাখালপাড়া ও তেজকুনি পাড়া এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১২ জনকে আটক করে।

একই বছরের ৬ নভেম্বর ঘ ইউনিটির ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ৪ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ঢাবির সাবেক ছাত্র ও একজন বহিরাগত।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন ও গ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, জালিয়াতি রোধে আমরা গোপন সেট পদ্ধতি চালু করেছি। বর্তমানে যারা ব্লুটুথ ও সূক্ষ্ম ডিভাইস নিয়ে এবং বোরকা বা শরীরে ব্যান্ডেজ পরে কেন্দ্রে আসছে তাদের মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করা হচ্ছে। জালিয়াতি রোধে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ক ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান বলেন, পরীক্ষার ১০-১৫ মিনিট আগে প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র খোলা হয়। অসাধু শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সঙ্গে জালিয়াত চক্রের সদস্যরা টাকার বিনিময়ে চুক্তি করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরের কেন্দ্রগুলোতে এ ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে বলে আমাদের সন্দেহ। তবে কর্তৃপক্ষ এ ধরনের শিক্ষক-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তথ্য পেলে অবশ্যই জোরালো পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। ■

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে হল পরিদর্শন করছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান